জনপ্রিয় বিষয় সম্পর্কে সংবাদপত্রে চিঠি

দৈনিক সংবাদপত্রের চিঠিপত্র কলামে জনগণের অভাব অভিযোগ ও বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে প্রতিনিয়ত চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়ে থাকে। এ ধরনের চিঠি প্রকাশের জন্য পত্রিকায় নির্দিষ্ট কলাম থাকে এবং বিভিন্ন নামে তার পরিচয় দেওয়া হয়। যেমন ঃ 'সম্পাদক সমীপেষু', 'অভাব-অভিযোগ', 'মতামত', 'চিঠিপত্র', 'ডাকবাক্স' ইত্যাদি। এ চিঠির বক্তব্য সম্পর্কে দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পত্রলেখকের এবং এতে পত্রিকা-কর্তৃপক্ষের কোন দায়-দায়িত্ব বহন করতে হয় না। সেজন্য পত্রিকার চিঠিপত্র কলামের শিরোনামের নিচে লেখা থাকে 'মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন'।

জনগণ যাতে নিজের খেয়ালখুশিমত বক্তব্য প্রকাশ করতে পারে সেজন্য সংবাদপত্রে চিঠিপত্র কলামের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন নিবেদন করে ব্যর্থ হয়ে মানুষ পত্রিকার শরণাপন্ন হয়। এতে সরাসরি বক্তব্যের বিষয়বস্তু কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরা চলে এবং বক্তব্যের পক্ষে বা বিপক্ষে একটা জনমত সংগঠিত হয়। পত্রিকায় কোন বিষয়ে চিঠি প্রকাশিত হলে তার সমর্থনে অনেকে চিঠি লেখে আর বিতর্কিত হলেও লেখালেখি চলে। তখন এই লেখা এক পত্রিকায় সীমাবদ্ধ থাকে না। অন্যান্য পত্রিকায়ও তা প্রকাশ পেতে থাকে। সাধারণত জনস্বার্থ বিষয়ে চিঠি লেখা হয়। ব্যক্তিগত সমস্যাও এতে স্থান পেতে পারে। চিঠিতে লেখকের নাম-ঠিকানার উল্লেখ থাকে। কখনও বেনামীতে বা নাম ছাড়াই চিঠি লেখা হয়। সংক্ষিপ্ত আকারে, সহজ সরল প্রকাশভঙ্গি সহযোগে এ ধরনের চিঠিপত্র লেখা উচিত।

পত্র ১২১ ॥ বাংলা ভাষার মাধ্যমে সরকারী কাজ কর্ম এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা সম্পর্কে যুক্তি দেখিয়ে একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের নিকট পত্র লেখ।

সম্পাদক,
দৈনিক ইত্তেফাক
১, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩
সমীপে।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে বাংলা ভাষার সর্বস্তরে ব্যবহার এখনও সম্পূর্ণরূপে চালু না হওয়ার কারণ হিসেবে সচেতনতার অভাবকেই উল্লেখ করতে হয়। এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য সম্বলিত সংশ্লিষ্ট চিঠিটি আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার 'চিঠিপত্র' কলামে আশু প্রকাশের বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে।

আপনার বিশ্বস্ত,
আরিফ সাদিক
রহিমপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

তারিখ
১-১২-৯৬

সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার প্রসঙ্গে

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের শুভ অভ্যুদয়ের প্রেক্ষিতে প্রায় বার কোটি জনতার মাতৃভাষা বাংলা ভাষার গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বাংলাকে এখন জীবনের সবখানে ব্যবহার করা সম্ভব হলে জাতীয় জীবনের অগ্রগতি ও উন্নতি সম্ভব হবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস।

বাংলা ভাষার হাজার বছরের বেশি সময়ের ঐতিহ্যের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে এর সর্বকাজে ব্যবহারের উপযোগিতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠার সুযোগ নেই। ইতিমধ্যে বাংলা ভাষা শব্দ সম্ভারে, ভাব প্রকাশে ও দৈনন্দিন কাজে প্রয়োগের ব্যাপারে যথেষ্ট যোগ্যতা প্রদর্শন করলেও দেশের সকল মানুষ এখনও তা উদারভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। আমাদের অনুদার মনোবৃত্তি, দেশপ্রীতির ন্যূনতা, পরমুখাপেক্ষিতা—এসব কারণে বাংলা ভাষার মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এই গ্লানিকর পরিস্থিতি চলতে দেওয়া অনুচিত। বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরে ব্যবহার করতে হবে। এর জন্য সরকারী কাজ-কর্ম বাংলা ভাষার মাধ্যমে পরিচালনা করা বিশেষ আবশ্যক। বাংলা ভাষার মাধ্যমে সরকারী কাজ-কর্ম পরিচালিত হলে জনগণ সকল সরকারী উদ্যোগের সুফল ভোগ করতে পারবে। এতে সরকার ও জনগণের মধ্যে বিরাজমান ব্যবধান অবশ্যই কমে আসবে। পারস্পরিক বোঝাপড়াও হবে সহজ। ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ব্যাপারে বাংলা ভাষার প্রয়োগ জাতির জন্য কল্যাণপ্রদ হবে।

বিদেশী ভাষার বোঝার ভারে জীবন আমাদের পঙ্গু হয়ে ছিল। এবার মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ দিয়েছে স্বাধীন স্বদেশ। তাই আমাদের সবার কর্তব্য হবে বাংলা ভাষার জন্য জাতি যে ত্যাগ স্বীকার করেছিল তার যথার্থ মর্যাদা প্রদান। আসুন আমরা ফেব্রুয়ারির এই মহান দিনে সরকারী কাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে তথা সকল কাজে প্রিয় মাতৃভাষা বাংলার ব্যবহার করে ভাষার মর্যাদা দেই, জাতিকে গৌরবান্বিত করে তুলি এবং নিজেরাও গৌরববোধ করি।

ধন্যবাদান্তে
আরিফ সাদিক
রহিমপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

পত্র ১২২॥ নিরক্ষরতা দূরীকরণে যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি চিঠি লেখ।

সম্পাদক,
দৈনিক ইনকিলাব
২/১, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩
সমীপে।

জনাব,

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় 'চিঠিপত্র' কলামে সাথের চিঠিটি প্রকাশের বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

৯-৬-৯৬

বিনীত
আফিয়া আফিফা
চৌমুহান, ডাকঘর—নগর, জেলা—নাটোর।

নিরক্ষরতা দূর করার জন্য যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে

প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের অনগ্রসরতার প্রধান কারণ শিক্ষার অভাব। দেশের বার কোটি মানুষের মধ্যে আট কোটি লোক নিরক্ষর। লেখাপড়া নরনারীর জন্য ফরজ। মহানবীর এই মহান বাণী এই হতভাগ্য দেশে কোন চেতনার সঞ্চার করতে পারেনি। দুহাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষার এই বিশ্বজোড়া শ্লোগান বিশ্বের এই দরিদ্রতম দেশে যেন অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। নিরক্ষরতা এখন ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে জাতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে।

এ হেন অবস্থা কোন ক্রমেই চলতে দেওয়া যায় না। শিক্ষার আলোকে জাতিকে আলোকিত করে তুলতে পারলেই দেশের অনগ্রসরতার অবসান ঘটবে।

দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজটি খুবই জটিল। এই সমস্যাকে সবদিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণ না চালালে একে পরাভূত করা সম্ভবপর নয়। সরকার ইতিমধ্যে গণশিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কিন্তু এই ভয়াবহ সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য সকল মানুষের ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে যুবসমাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। সুবিপুল উৎসাহ, অপরিমেয় শক্তি আর বলিষ্ঠ প্রত্যয় নিয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করলে যুবসমাজ নিরক্ষরতা দূরীকরণে অনন্য ভূমিকা রাখতে পারবে। সকল কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে ওঠে, পর্যাপ্ত সময় কাজে লাগিয়ে যুবসমাজকে জাতির স্বার্থে এই মহান দায়িত্বে নিয়োজিত করতে হবে। সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য শিক্ষার সম্প্রসারণ অপরিহার্য। আমাদের যুবসমাজের চাঞ্চল্যের অবসান ঘটিয়ে শক্তি ও সময়কে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে লাগিয়ে জাতির কল্যাণে নিয়োজিত হতে হবে।

দেশের স্বাধীনতা তখনই অর্থবহ হয়ে উঠবে। এ ব্যাপারে যুবসমাজকে তৎপর হওয়ার আহবান জানাই।

আফিয়া আফিফা
চৌমুহান, ডাকঘর ঃ নগর।
জেলা ঃ নাটোর।

পত্র ১২৩ ॥ বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের যৌক্তিকতা স্বীকার করে সংবাদপত্রের সম্পাদকের নিকট একটি পত্র লেখ।

সম্পাদক,
দৈনিক জনকণ্ঠ,
৫৫,মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
সমীপে।

জনাব,

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট পত্রটি প্রকাশ করলে বাধিত হব।

ইতি
নীলা সেন
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

সীতাকুণ্ড
৬-৯-৯৬

পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার প্রসঙ্গে

দেশের বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি মেধার যথার্থ পরিমাপক যেমন নয়, তেমনি পেশা নির্বাচনে তার কোন প্রয়োগও নেই। একটি পাশের সার্টিফিকেটের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে শিক্ষার্থীরা পাঠ মুখস্থ করার সাধনায় নিয়োজিত হয়। অন্ধভাবে মুখস্থ করার দিকে অনেকের লক্ষ্য। আবার পদ্ধতির সুযোগে অসদুপায় অবলম্বনে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা থাকে অনেকের। বর্তমান পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে বইয়ের পোকা করে তৈরি করে ; তার স্বাধীন চিন্তাশীলতার অবসান ঘটায়। জ্ঞানের দীনতা নিয়ে যারা জীবনের পথে চলে তাদের প্রায়শই হোঁচট খেতে হয়। পদ্ধতির এই চোরাবালিতে গৃহশিক্ষকতা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের এখন সুযোগ নেই। জ্ঞান এখন শিক্ষার্থীকে গিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে ডিগ্রী অর্জনের পথ সহজ হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা মানুষের জীবনের কাজে আসছে না।

বিশ্বের উন্নত দেশে পরীক্ষার পদ্ধতি আর আগের মত নেই। প্রকৃত মেধা যাচাইয়ের ব্যাপারে বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ করে তারা মানব সম্পদকে যথার্থ কাজে লাগাচ্ছে। আমাদের দেশে পরীক্ষার ফল জীবনের প্রয়োজনের সাথে সমন্বয় সাধন করতে পারছে না। সেজন্য শিক্ষার সম্প্রসারণের সাথে জাতীয় জীবনের অগ্রগতি নেই।

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা পদ্ধতি চালু হলেও তার সুফল এখনও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। অন্যান্য পর্যায়ে পরীক্ষা পদ্ধতি তার ঐতিহ্য ত্যাগ করেনি। তাই মেধা যাচাইয়ের যথার্থ পদ্ধতি এখনও বহু দূরে।

দেশের উপযোগী পরীক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ করে মেধা যাচাইয়ের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বর্তমান পদ্ধতির সংস্কার না করা হলে তা জাতির জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না।

আশা করি, ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষাবিদেরা এ সম্পর্কে কিছু ভাবছেন।

ইতি
নীলা সেন
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

পত্র ১২৪ ॥ পরীক্ষায় দুর্নীতি উচ্ছেদের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সম্পাদকের কাছে একখানা পত্র পাঠাও।

সম্পাদক,
দৈনিক বাংলা
ঢাকা।

জনাব,

আপনার বহুল প্রচারিত দৈনিকের চিঠিপত্র কলামে সংশ্লিষ্ট পত্রটি প্রকাশের অনুরোধ জানাচ্ছি।

চমক বড়ুয়া
কাজির দেউড়ি, চট্টগ্রাম।

৯-৬-৯৬

পরীক্ষায় দুর্নীতির উচ্ছেদ চাই

বিদ্যাপীঠের পবিত্র অঙ্গনে এখন দুর্নীতির কাল ছায়া। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ আজকাল সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অসদুপায় অবলম্বন করে পরীক্ষা পাশের চেষ্টায় এখন আর কেউ অগৌরবের কিছু মনে করে না। এমন কি এই মনোভাব অভিভাবকদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যে কোন উপায়ে পাশ করে ডিগ্রী অর্জন করতে হবে এই প্রবণতা আজ সর্বত্র। ফলে লেখাপড়ার দিকে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ কমে গেছে। জ্ঞান আর এখন সাধনার বিষয় নয়। তবে এই অশুভ প্রবণতা ভাল ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি বলেই ভরসা। শিক্ষাঙ্গনে যে অস্থিরতা চলছে তাতে কিছু সুযোগসন্ধানী শিক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বন করে পরীক্ষা পাশের পথ খোঁজে। তারা সমগ্র ছাত্রসমাজের পরিবেশ নষ্ট করে এবং লেখাপড়ার সাধনাকে মূল্যহীন করে তোলে।

দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত ডিগ্রি জীবনের কাজে আসে না। পরীক্ষায় দুর্নীতি অবলম্বনের ফলে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে যে ফাঁক থেকে যায় তা আর জীবনে কোন ভাবেই পূরণ করা যায় না। ফলে দুর্নীতির ভিত্তিতে অর্জিত জ্ঞানবিহীন ডিগ্রী জীবনে কেবল দুর্গতিই সৃষ্টি করে। তখন ব্যক্তিগত জীবনে উন্নয়ন সাধন বা জাতীয় জীবনে কল্যাণকর অবদান রাখা সম্ভব হয় না।

পরীক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতির অকল্যাণকর পরিণাম বিবেচনা করে সরকার তা নিরোধের জন্য আইন প্রণয়ন করেছে। কিন্তু আইনের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে সে আইন ফলপ্রসূ হয় না। তাই সামাজিকভাবে এই অন্যায় প্রতিরোধ করতে হবে। ছাত্ররা যেদিন বলবে যে তারা কোন দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করবে না, তখনই এই অভিশাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এর জন্য দরকার শান্ত শিক্ষাঙ্গন, আন্তরিক শিক্ষক, সচেতন অভিভাবক, দক্ষ প্রশাসন, সর্বোপরি পাঠানুরাগী ছাত্রসমাজ।

স্বাধীন দেশের সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য সকল পরীক্ষাকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। তাই ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসকগণকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানাই।

চমক বড়ুয়া
কাজির দেউড়ি, চট্টগ্রাম।

পত্র ১২৫ ॥ শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত করার সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একখানি পত্র রচনা কর।

সম্পাদক,
আজকের কাগজ
ঢাকা
সমীপে।

জনাব,

আপনার জনপ্রিয় পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে নিম্নলিখিত চিঠিটি ছাপালে বাধিত হব। ইতি—

পিয়াল চাকমা
কাঁঠালতলি, রাঙামাটি।

৯-৬-৯৬

শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত দেখতে চাই

দেশের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র অসন্তোষ প্রায় লেগেই আছে। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও কম নয়। প্রতিনিয়ত দলীয় সংঘর্ষ এখন স্বাভাবিক ব্যাপার। অস্ত্রের ঝনঝনানিতে এখন শিক্ষাঙ্গন মুখরিত। এই সন্ত্রাসের ফলে লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে, সৃষ্টি হয়েছে সেশন জটের। ফলে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে ছাত্র সমাজের, আর উদ্বিগ্নতা বাড়ছে অভিভাবকদের।

মুষ্টিমেয় ছাত্র নামধারী ব্যক্তি এর জন্য দায়ী। রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি এর প্রধান কারণ। প্রশাসনিক দুর্বলতা সুযোগ দিচ্ছে তথাকথিত সন্ত্রাসী ছাত্রদের। এই পরিস্থিতি জাতির জন্য ভয়াবহ পরিণামের সৃষ্টি করছে। সন্ত্রাসের ফলে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন, তেমনি জাতির জন্যও তা সর্বনাশ বয়ে আনবে। সেজন্য এই সন্ত্রাসী তৎপরতা থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দূরে রাখতে হবে।

জাতির বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করতে হবে। সরকার ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসীর অশুভ কার্যকলাপে সামগ্রিক শিক্ষা পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। তাই এই সন্ত্রাসী চক্রকে চিহ্নিত করতে হবে। সন্ত্রাসীরা যাতে রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় আশ্রয় না পায় সে ব্যাপারে সকল রাজনৈতিক দলকে সচেতন হতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ যদি অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে এবং আইন শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ যদি প্রভাবিত না হয় তাহলে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করা কঠিন কাজ নয়। এই সামাজিক ব্যাধিকে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ করার জন্য সকল পর্যায়ের নাগরিককে সচেতন হতে হবে। সবাইকে এ ব্যাপারে এগিয়ে এসে জাতির সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তৎপর হতে হবে।

পিয়াল চাকমা
কাঁঠালতলি, রাঙামাটি।

পত্র ১২৬ ॥ 'বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ' পালনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পত্রিকার সম্পাদকের নিকট একটি পত্র লেখ।

সম্পাদক,
দৈনিক ভোরের কাগজ
ঢাকা
সমীপে।

জনাব,

আপনার জনপ্রিয় পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে নিম্নলিখিত বক্তব্যটি প্রকাশের ব্যবস্থা করলে বাধিত হব।

বিনীত
রাতুল রায়
সাহেববাজার, রাজশাহী।

বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ

বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতির দেশ বাংলাদেশে জনসংখ্যা বাড়ছে। সে বাড়তি মানুষের বিচিত্র প্রয়োজনে উজাড় হচ্ছে বনজঙ্গল। বন কেটে তৈরি হচ্ছে বসত। শিল্পের প্রয়োজনে চলছে বৃক্ষনিধন। প্রকৃতি নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েও মানুষের চাহিদা মিটাতে পারছে না। দেশের অভিপ্রেত পঁচিশ ভাগ বনাঞ্চল না থাকায় প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। বিনষ্ট হচ্ছে পরিবেশ। দিন দিন এই পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠছে।

দেশের এই সর্বনাশা অবস্থা বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞরা বেশি করে গাছ লাগানোর ওপর জোর দিয়েছেন এবং সরকার সে ব্যাপারে যথেষ্ট কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করছে। এরই ফলশ্রুতিতে পয়লা থেকে সাতই জুলাই বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ উদযাপন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশবাসীকে গাছের প্রয়োজনীয়তা, এর রোপণ পদ্ধতি, চারা প্রাপ্তির উৎস, গাছের উপকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালন করা হবে। এই উদ্যোগটি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং জাতীয় জীবনের জন্য কল্যাণপ্রদ। সেজন্য বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালন উপলক্ষে সারা দেশে বনবিভাগ যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তার সাথে সবাইকে সম্পৃক্ত হতে হবে। প্রত্যেকের বাড়িতে গাছ লাগানোর উপযোগী যথেষ্ট জায়গা আছে। গাছের চারার জন্য খুব বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয় না। তাই প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ বাড়িতে গাছ লাগিয়ে যত্ন নেয় তাহলে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ উদযাপন সার্থক হবে। আজকের গাছের চারা যে একটি বিরাট গাছে বর্ধিত হয়ে অতিরিক্ত অর্থের উৎস হবে একথা মনে রাখতে হবে। জীবনে গাছের বহুমুখী উপকারের কথা সবারই জানা। আর আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার প্রভাবে পরিবেশের যে সংকট সৃষ্টি হচ্ছে তা থেকে রেহাই দিতে পারে গাছের প্রাচুর্য। একথা মনে রেখেই বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালনে আমাদের বিশেষ তৎপর হতে হবে।

রাতুল রায়
সাহেববাজার, রাজশাহী।

পত্র ১২৭ ॥ তোমাদের গ্রামে একটি ডাকঘর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করে কোন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি চিঠি লেখ।

সম্পাদক,
দৈনিক নব জাগরণ,
ঢাকা
সমীপে।

জনাব,

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় চিঠিপত্র কলামে সংশ্লিষ্ট আবেদনটি প্রকাশের বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত
রতন চৌধুরী
সুখপুর, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

ডাকঘর স্থাপনের আবেদন

এককালের দেশের বৃহত্তম জেলা ময়মনসিংহের ঐতিহ্যবাহী ত্রিশাল থানার প্রত্যন্ত এলাকায় সুখপুর গ্রামটিতে কোন ডাকঘর না থাকায় জনসাধারণের সমস্যার অন্ত থাকছে না। গ্রামটি নানা দিক থেকে উন্নত হলেও এখন পর্যন্ত ডাক যোগাযোগের সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। সপ্তাহের শনিবারের একমাত্র হাটে তিন মাইল দূর থেকে ডাকপিয়ন এসে চিঠিপত্র কোন রকমে বিলি করে যায়। এতে ডাকবিভাগের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করার চেয়ে অনেক সময় ঠিকমত চিঠি না পৌছানোর জন্য জনগণকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। গাঁয়ের অনেক লোক দেশের ভিতরে ও বাইরে চাকরি করছে। বিশেষত বিদেশাগত অর্থ ও চিঠি যথাসময়ে না পৌছানোর জন্য অনেককে উদ্বিগ্ন থাকতে হয়। বাইরে থেকে মনি অর্ডার ঠিকমত না আসায় অনেক পরিবারকে সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সময় জরুরি চিঠিপত্র যথাসময়ে পৌছায় না। গাঁয়ে সঞ্চয়ের কোন ব্যবস্থা না থাকায় জনগণ তাদের অর্থ নিয়ে বিপাকে পড়ে। ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাঙ্ক এদিক থেকে বিশেষ উপকারী ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে সবার ধারণা।

এই গ্রামে একটি ডাকঘর স্থাপন করা হলে কেবল জনগণেরই যে উপকার হবে তা নয়, সরকারী কোষাগারেও কিছু অর্থ যাবে বলে মনে করি।

ডাকঘর পরিচালনার জন্য ভবন ব্যবস্থা গাঁয়ের জনগণই করবে। তাছাড়া সরকারী সম্পদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য গ্রামবাসীই তৎপর থাকবে।

গ্রামে একটি ডাকঘর স্থাপনের আগ্রহ বহুদিন ধরে জনগণ হৃদয়ে পোষণ করে আসছে। এবার বাস্তবায়িত করার জন্য দেশের পোস্টমাস্টার জেনারেলকে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

রতন চৌধুরী
সুখপুর গ্রামবাসীর পক্ষে
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

পত্র ১২৮ ॥ তোমাদের পাড়ায় পানীয় জলের অভাবের কথা জানিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একখানি পত্র লেখ।

সম্পাদক,
দৈনিক দিনকাল
ঢাকা
সমীপে।

জনাব,

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে সংশ্লিষ্ট বক্তব্যটি প্রকাশের বিনীতি অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত
হাবিব মনসুর
গোলাপবাগ, ঢাকা।

পানীয় জলের অভাবের অবসান চাই

দেশের রাজধানী ঢাকা মহানগরীর গোলাপবাগ এলাকায় পানীয় জলের অভাবে বিপর্যস্ত জনজীবনের অবস্থা লক্ষ্য করে মনে হয় প্রদীপের নিচেই অন্ধকার। নাগরিক জীবনের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর জন্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা সত্ত্বেও এই এলাকাবাসীদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। পানীয় জলের সমস্যা এখানে প্রকট। এলাকাটিতে যে হারে লোকবসতি বাড়ছে তার সাথে তাল মিলিয়ে পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থার কোন উন্নতি ঘটছে না। পানির পর্যাপ্ত সরবরাহ না থাকায় নাগরিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। পরিণামে এলাকাবাসীরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের পানি ব্যবহার করে নানারকম রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। জনগণ ক্ষতিকর পরিণাম জানা সত্ত্বেও ডোবা নালার পানি ব্যবহার করছে।

স্থানীয় জনগণ এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বহু আবেদন নিবেদন করেছে। নির্বাচিত প্রতিনিধি কমিশনার মহোদয়ও এ ব্যাপারে তাঁর করণীয় সম্পর্কে বারবার আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু কোন সুফল এলাকাবাসী দেখতে পায়নি।

কালবিলম্ব না করে এলাকার এই সমস্যার প্রতিকার করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহানুভূতিশীল দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এলাকাবাসীর পক্ষে
হাবিব মনসুর
গোলাপবাগ, ঢাকা।

পত্র ১২৯ ॥ তোমাদের এলাকায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লেখ।

সম্পাদক,
দৈনিক আজাদী
চট্টগ্রাম।

জনাব,

আপনার জনপ্রিয় পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে সংশ্লিষ্ট আবেদনটি প্রকাশ করার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক
আরিফ হাসনাত
রামু, কক্সবাজার।

দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করুন

কক্সবাজার জেলা রামু এলাকায় কোন দাতব্য চিকিৎসালয় না থাকায় দরিদ্র জনসাধারণকে অপরিসীম দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়েছে। এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ এবং পাহাড়ী এলাকা বলে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। স্থানীয়ভাবে উত্তম চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এখানে সম্ভব হয়নি। জনগণের অর্থনৈতিক অসচ্ছলতাই এর প্রধান কারণ। কয়েকজন পেশাদার চিকিৎসক এখানে জনগণের সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন—কিন্তু তাঁদের সম্মানী বড় অঙ্কের হওয়াতে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরেই তাঁরা থাকেন। দূরবর্তী হাসপাতালে সহজে যাওয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে এলাকার লোকজন অসুখে ভোগে, অসহায় জীবন যাপন করছে। কখনও এখানে মহামারী দেখা দেয়। তখন ভাগ্যের ওপর নির্ভর করা ছাড়া তাদের আর কিছু করণীয় থাকে না।

এমতাবস্থায় এই এলাকায় অনতিবিলম্বে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে স্থানীয় উদ্যোগী জনগণ চিকিৎসালয় স্থাপনের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ইতিমধ্যে তহবিল গঠনের আবেদনে সাড়া পাওয়া গেছে।

সহৃদয় ও দানশীল দেশবাসীর কাছে আবেদন, তাঁরা যেন এই দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য উদারভাবে সাহায্য করেন।

সাহায্য পাঠানোর জন্য নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

নিবেদক
আরিফ হাসনাত
রামু, কক্সবাজার।

পত্র ১৩০ ॥ তোমার এলাকার যানবাহন সমস্যার কথা জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র রচনা কর।

সম্পাদক
দৈনিক আজাদ
ঢাকা।

জনাব,

আপনার ঐতিহ্যবাহী পত্রিকায় ডাকবাক্স কলামে সংশ্লিষ্ট বক্তব্যটি প্রকাশের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক
কনক চৌধুরী
আজাদপুর, পাবনা

যানবাহন সমস্যার সমাধান চাই

পাবনা জেলার আজাদপুর এলাকাটি একটি সমৃদ্ধ জনপদ। এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ এবং ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে এটির বিশেষ গুরুত্ব বিদ্যমান। এখানে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও মাদ্রাসা মিলে অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এলাকার বেশ কিছু লোক থানা শহরে অবস্থিত কলকারখানায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এসব কারণে এলাকার বহু লোককে প্রতিদিন দশ মাইল দূরবর্তী থানা সদরে গমনাগমন করতে হয়।

যাতায়াতের জন্য সড়ক তৈরি হলেও এখানে যানবাহনের মোটেই কোন ব্যবস্থা নেই। যাদের সাইকেল আছে তারা সাইকেলে যাতায়াত করে। অন্যান্য লোকজন পায়ে হেঁটে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য।

যানবাহনের সমস্যা দূর করার জন্য জেলা শহর থেকে থানা সদরে আসা বাস সার্ভিসকে আজাদপুর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা যায়। এ পথে বাস চলাচল লাভজনক বিবেচিত হবে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ সংস্থার কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কনক চৌধুরী
আজাদপুর, পাবনা।

পত্র ১৩১ ॥ তোমাদের এলাকার দুরবস্থা বর্ণনা করে একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের নিকট পত্র লেখ।

সম্পাদক,
দৈনিক উত্তরা
রাজশাহী।

জনাব,

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে সংশ্লিষ্ট পত্রটি প্রকাশ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত
চন্দন রাজবংশী
তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়

তেঁতুলিয়া এলাকার দুরবস্থা

দেশের উত্তর প্রান্তবর্তী তেঁতুলিয়া এলাকাটি উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে দূরে থাকায় এর দুরবস্থার শেষ নেই। এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের জীবনে দুর্গতি আর দুর্দশা যেন স্থায়ীভাবে জড়িত হয়ে আছে। সম্ভবত দেশের উত্তরাঞ্চলের শেষ প্রান্তে এলাকাটির অবস্থান বলে সুদূর রাজধানীতে বসে পরিকল্পনাবিদেরা এদিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন না। অথচ নানা কারণে এলাকাটির উন্নয়নের একান্ত প্রয়োজন। একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে এই অঞ্চলটি মনোমুগ্ধকর রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। শিল্প-কারখানা গড়ে তোলারও সুযোগ এখানে রয়েছে। অথচ জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের তেমন কোন বলিষ্ঠ উদ্যোগ এখনও নেওয়া হয়নি। প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় এলাকাটিতে শিক্ষিতের হার কম। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্যও তেমন কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। এখানে সরকারী কোন হাসপাতাল নেই। জনগণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনুষঙ্গী হিসেবে কোন সরকারী-বেসরকারী ব্যাঙ্কের শাখাও এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এসব কারণে এলাকাটি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। এ ধরনের উপেক্ষা জনগণ কখনই সমর্থন করতে পারে না। তাই এলাকাটিকে বিভিন্নমুখী উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এনে এর দুরবস্থা দূর করে এর সঠিক উন্নয়ন সাধনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

চন্দন রাজবংশী
পঞ্চগড়।

পত্র ১৩২ ॥ পাড়ার মাস্তানদের উপদ্রবের বিবরণ জানিয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সংবাদপত্রে একটি পত্র লেখ।

সম্পাদক,
দৈনিক জনতা
ঢাকা
সমীপে।

জনাব,

আপনার পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত
মিতা বসু
গোরান, ঢাকা।

মাস্তানদের উপদ্রব বন্ধ করুন

ঢাকা মহানগরীর সম্প্রসারণশীল এলাকা গোরানের পথে ঘাটে এখন মাস্তানদের উপদ্রব তীব্র রূপ ধারণ করেছে। এক শ্রেণীর বেকার তরুণ এই মাস্তানির হোতা। এদের কোন কাজকর্ম নেই, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও তাদের যাতায়াত নেই। তাদের একমাত্র কাজ পথেঘাটে কয়েকজন মিলে আড্ডা দেওয়া। মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসার সময় তারা শিস দেয়, অশ্লীল গানের কলি আওড়ায়, অশালীন মন্তব্য করে। অথচ এর কোন প্রতিবাদ করলে নাজেহাল হতে হয়। সুযোগ বুঝে তারা পথচারীর কাছ থেকে সমিতির নাম করে চাঁদা আদায় করে। সহজে আদায় না হলে ছিনতাইয়ের আশ্রয় নেয়।

তাদের অভিভাবকদের জানিয়ে কোন উপকার হয়নি। স্থানীয় থানায় জানিয়েও কোন কাজ হয়নি। সবাই যেন গা বাঁচাতে চায়, কেউ মাস্তানদের ঘাঁটাতে চায় না। এর ফলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। নিরীহ পথচারী আতঙ্কে পথ চলে। ছাপোষা দোকানীকে প্রতিদিন কিছু না কিছু দিতেই হয়।

এই মাস্তানদের উপদ্রব থেকে এলাকাবাসীদের রক্ষা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অবিলম্বে এই মাস্তানি কার্যকলাপ বন্ধের ব্যবস্থা করার জন্য মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মিতা বসু
গোড়ান, ঢাকা।

পত্র ১৩৩ ॥ তোমাদের অঞ্চলের কোন নদীর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একখানি পত্র লেখ।

সম্পাদক,
দৈনিক মিল্লাত,
ঢাকা।

জনাব,

আপনার জনপ্রিয় পত্রিকায় চিঠিপত্র বিভাগে নিম্নলিখিত আবেদনটি প্রকাশের বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক
ফারজানা হামিদ
কাওরাইদ, গাজীপুর।

শীলা নদী সংস্কারের আবেদন

গাজীপুর জেলার উত্তর সীমান্তবর্তী শীলা নদীটি আঞ্চলিক নৌযোগাযোগ ও পানি নিষ্কাশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে সুদীর্ঘ দিন ধরে অবদান রেখেছে। এই নদী দিয়ে এক সময় পাট বোঝাই বার্জ ও গাদাবোট চলাচল করত। এই নদীর উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য এর দুই তীরে ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে বহু গঞ্জের পত্তন হয়েছিল। জেলার উত্তরাংশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে এই নদীর নাব্যতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে দেশের অনেক নদীর মত এই শীলা নদীটি বালির চরা পড়ে নৌচলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এককালের সুনাব্য এই নদীতে এখন আর নৌকাও চলতে চায় না। ফলে এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এসেছে স্থবিরতা।

এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য অনতিবিলম্বে শীলা নদীর সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। মোটামুটি ৩০ কিলোমিটার নদীপথ সংস্কার করা হলে নৌযোগাযোগের অসুবিধা দূর হবে। এতদঞ্চলের জনগণের দীর্ঘদিনের জীবনমরণের দাবি হিসেবে এটি বারবার কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের কল্যাণের জন্য শীলা নদী সংস্কারের আশু ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হবে বলে এলাকাবাসী আশা করছে।

ফারজানা হামিদ
কাওরাইদ, গাজীপুর।

পত্র ১৩৪ ॥ তোমাদের এলাকায় একটি যৌথ কৃষিখামার স্থাপনের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লেখ।

সম্পাদক,
দৈনিক সংগ্রাম
ঢাকা।

জনাব,

আপনার বহুল প্রচারিত দৈনিকের চিঠিপত্র বিভাগে নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশের অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত
ঈশিকা হাসান
বদরপুর, জামালপুর।

যৌথ কৃষিখামার প্রকল্প বাস্তবায়ন

ঐতিহ্যবাহী জামালপুর জেলা কৃষিপণ্যের জন্য সুবিখ্যাত হলেও বিগত কয়েক বছর ধরে নানা কারণে কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ অনেকাংশে কমে গেছে। ফলে কৃষক ও অন্যান্য মানুষের জীবনে দুর্ভোগের সঞ্চার হচ্ছে। বদরপুর এলাকার জনগণের আসন্ন অর্থনৈতিক সংকট বিবেচনা করে স্থানীয় উদ্যোগী তরুণরা একটি যৌথ কৃষি খামার স্থাপনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এলাকার জনগণকে সম্পৃক্ত করে প্রণীত এই প্রকল্পের সাথে গ্রামবাসী জড়িত থাকবে। কৃষিকে বহুমুখী করার লক্ষ্য সামনে রেখে সারা বছরের জন্য কর্মসংস্থান করার ব্যবস্থা হয়েছে। গাঁয়ের বেকার যুবকেরা এই প্রকল্পে কাজ করে জীবিকার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে। সমস্ত গ্রামটিকে উৎপাদন কর্মসূচিতে জড়িত করে খামারের সবটুকু তাদের কল্যাণে নিয়োজিত করা হবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বিপুল অর্থ ও জনবলের প্রয়োজন। স্থানীয় জনগণ জনবল যোগানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এলাকার সকলেই উদার সহযোগিতা দানের জন্য তৎপর। বিশেষজ্ঞ, উপকরণ, অনুদান ও পরামর্শ দানের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ঈশিকা হাসান
বদরপুর, জামালপুর

পত্র ১৩৫ ॥ বর্তমান যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধের উপায় সম্পর্কে তোমার মতামত জানায়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি চিঠি লেখ।

সম্পাদক,
দৈনিক ইত্তেফাক
রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় সমকালীন সমস্যা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বক্তব্যটি প্রকাশের সুযোগ দিলে বাধিত হব।

বিনীত
মৌরি হাসিব
কলেজ রোড, ময়মনসিংহ

যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধ করুন

দুর্ভাগ্যজনক হলেও আমাদের যুব সমাজের মধ্যে যে নৈতিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়েছে তার প্রকৃতি ভয়াবহ। তার পরিণাম আশঙ্কাজনক এবং ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। আজকের যুবসমাজের ওপর দেশের ভবিষ্যৎ সকল কর্মকাণ্ড নির্ভরশীল। কিন্তু এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য যে যোগ্যতা অর্জনের প্রয়োজন সে ব্যাপারে যুব সমাজ উদাসীন। বরং আজকে তারা নানা সামাজিক অনাচারে অভ্যস্ত হয়ে জাতিকে চরম সর্বনাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যুব সমাজের একটা বিরাট অংশ শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসে জিম্মি, কিছু সংখ্যক যুবক মাদকাসক্ত, বিজাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রভাবে কেউ কেউ বিপথগামী। আবার অনেকেই জীবনের লক্ষ্যচ্যুত হয়ে গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। যুব সমাজের এই অবক্ষয় জাতির জন্য এক ভয়াবহ সমস্যা হয়ে উঠেছে।

নৈতিক অবক্ষয়ের এই প্রক্রিয়া অবশ্যই বোধ করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সন্ত্রাস আর সেশন জট থেকে মুক্ত করতে হবে। এর জন্য রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি থেকে যুব সমাজকে দূরে থাকতে হবে। চাঁদাবাজি পরিহার করতে হবে। নেশামুক্ত পবিত্র জীবন যাপন সম্পর্কে যুব সমাজকে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে। বেকারত্বের অভিশাপ থেকে বিমুক্ত হওয়ার জন্য যুবসমাজকে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। জাতীয়তাবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের সংস্কৃতির চর্চা করতে হবে। যুব সমাজকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব অভিভাবক, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, প্রশাসক সবার। তাই সবাইকে এ ব্যাপারে আশু সচেতন হওয়ার আহ্বান জানাই।

মৌরি হাসিব
কলেজ রোড, ময়মনসিংহ

পত্র ১৩৬ ॥ তোমাদের অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের অত্যাবশ্যকতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি নাতিদীর্ঘ পত্র লেখ।

সম্পাদক,
দৈনিক আল আমিন
ঢাকা।

জনাব,

আপনার খ্যাতনামা পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে নিচের বক্তব্যটি যথাশীঘ্র সম্ভব প্রকাশের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক
মিতালি মুখার্জি
কনকপুর, বগুড়া।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের আবেদন

আজকের বিশ্বে উন্নতির প্রধান সহায়ক সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক সম্প্রসারণে মানব জাতির যে কল্যাণ নিহিত আছে তা অর্থবহ হতে পারে ব্যাপক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। জাতীয় জীবনের উন্নয়নের পূর্বশর্ত উন্নতমানের যোগাযোগ ব্যবস্থা।

যোগাযোগ ব্যবস্থার এই গুরুত্ব সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত বগুড়া জেলার কনকপুর এলাকাটি। ঘন বসতিপূর্ণ এই অঞ্চলটি বিভিন্ন কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত কৃষিপণ্যের উৎপাদনের দিক থেকে এলাকাটির ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। এলাকার অনেক লোক বাইরে চাকরি বা ব্যবসার জন্য গিয়ে থাকে। যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে না ওঠায় এলাকার লোকেরা দারুণ কষ্টে দিনাতিপাত করে। গাঁয়ের পথে পায়ে হেঁটে এলাকার লোকদের দশ কিলোমিটার দূরে থানা সদরে যেতে হয়। এই দশ কিলোমিটার পথ ধরে যদি সড়ক তৈরি করে দেয়া যায় তাহলে এলাকার জনসাধারণ নিরতিশয় উল্লসিত হবে। স্থানীয় জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা এবং স্থানীয় সংসদ সদস্যের নির্বাচনকালীন অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা বর্তমানে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নিবেদক
মিতালি মুখার্জি
কনকপুর, বগুড়া।

পত্র ১৩৭ ॥ দেশে প্রতি বছর 'পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ' পালন করার অত্যাবশ্যকতা প্রমাণ করে খবরের কাগজে প্রকাশের উপযোগী একটি নাতিদীর্ঘ পত্র রচনা কর।

সম্পাদক,
দৈনিক ইত্তেফাক
ঢাকা।

জনাব,

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে নিম্নলিখিত আবেদনটি অতি সত্বর প্রকাশের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক
নাসিবা সুলতানা
প্রধান সড়ক, বগুড়া

পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ পালন করুন

প্রায় বার কোটি জনসংখ্যার এই ছোট দেশে নাগরিকদের পরিবেশ রক্ষায় সচেতন না হলে আগামী দিনে জীবনযাপনে যে সংকট দেখা দিবে তা ধারণার অতীত। মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটার ফলে প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। সংসারের, কর্মস্থলের, কলকারখানার, হাট বাজারের সীমাহীন বর্জ্য পদার্থ চারদিকে অহরহ ছিটিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। অনেক সময় প্রকৃতির উচ্ছিষ্ট থেকেও বিনষ্ট হচ্ছে পরিবেশ। জীবন যাপনের জন্য নানারকম আবর্জনায় চারদিক পূর্ণ হচ্ছে। ফলে মানুষের চারদিকে এক নোংরা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সবারই কিছু দায়িত্ব আছে। কিন্তু সে দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হয় না। ফলে চারদিকে অপরিচ্ছন্নতা বিরাজ করে। পরিণতিতে রোগ বালাইয়ের অন্ত থাকে না।

সুন্দর জীবন যাপনের জন্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশ দরকার। পরিচ্ছন্নতার জন্য দরকার সমাজের সকল মানুষের যৌথ উদ্যোগ। প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ বাড়িঘর, পরিবেশ সুন্দর রাখে তাহলে সারা দেশ থাকবে পরিচ্ছন্ন। এজন্য বছরে একবার এক সপ্তাহের পরিচ্ছন্নতার কর্মসূচি নিয়ে 'পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ' পালন করা উচিত।

পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ পালনের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিতে পারে। এর সাথে সারা দেশের সকল প্রতিষ্ঠান ও সকল মানুষ আগ্রহ ও আন্তরিকতাসহ অংশগ্রহণ করবে। প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেদেরই অর্থ সংস্থান করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই এই কর্মসূচিতে জড়িত করতে হবে।

এক সপ্তাহের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে দেশকে অপরিচ্ছন্নতা থেকে সহজেই রক্ষা করা যাবে। এছাড়া বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে সবাই পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন হবে এবং জাতীয় জীবনে কল্যাণকর ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হবে।

আসুন আমরা সবাই 'পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ উদযাপন' করে দেশের প্রতি ভালবাসার পরিচয় দিই।

নাসিবা সুলতানা
প্রধান সড়ক, বগুড়া।

পত্র ১৩৮ ॥ তোমাদের এলাকায় একটি খাল পুনঃখননের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি পত্র রচনা কর।

সম্পাদক,
দৈনিক বাংলার বাণী
৮১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০।

জনাব,

আপনার পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে সংশ্লিষ্ট পত্রটি প্রকাশের বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত
শুভ্র চৌধুরী
জয়পুরহাট।

খাল পুনঃখননের আবেদন

জয়পুরহাটের বাঘমারা খালের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এক সময় এই খালের অবদানে এলাকাটি সমৃদ্ধ কৃষিভাণ্ডারে পরিণত হয়েছিল। প্রবল বর্ষায় পানি নিষ্কাশনের যেমন চমৎকার সুযোগ দিয়েছে এই খাল, তেমনি প্রকট খরার সময় এই খালের পানি থেকে সেচ দিয়ে কৃষক বাঁচিয়েছে তার ফসলের সম্ভার—মুখে হাসি ফুটিয়েছে পরিবার পরিজনের।

সেদিন হয়েছে বাসি। এখন বাঘমারা খালের সেই জৌলুস নেই। ইতিমধ্যে ভরাট হয়ে তার গৌরব হারিয়ে ফেলেছে। বর্ষার দিনে একে আর নদীর মত মনে হয় না। আবার গ্রীষ্মে সে ত শুকনা খটখটে। পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ। এলাকায় এখন আর ফসলের সমারোহ নেই। বর্ষায় হয় বন্যা। বন্যায় তলিয়ে যায় ফসল। আর খরার সময় কোথাও নেই পানি। পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি।

দেশে খাল খনন কর্মসূচি চলছে। কিন্তু এত প্রয়োজনীয় খালটির প্রতি দৃষ্টি পড়ছে না এটাই দুঃখ। এ ব্যাপারে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

শুভ্র চৌধুরী
জয়পুরহাট।

পত্র ১৩৯ ॥ তোমাদের এলাকায় পানি সরবরাহের অব্যবস্থার কথা জানিয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সংবাদপত্রের সম্পাদকের নিকট একটি পত্র লেখ।

সম্পাদক,
দৈনিক জনতা
২৪, আমিনবাগ, শান্তিনগর,
ঢাকা-১২১৭।

জনাব,

আপনার ঐতিহ্যবাহী পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে আমাদের এলাকার পানি সরবরাহের অব্যবস্থাজনিত সমস্যাটির কথা তুলে ধরার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক
আনিকা শামা
পীরের বাগ, ঢাকা।

পানি সরবরাহের অব্যবস্থার প্রতিকার চাই

ঢাকা মহনগরী এখন সম্প্রসারণশীল। মানুষ বাড়ছে, বাড়ছে মানুষের বসতি। কিন্তু সে অনুপাতে বাড়ছে না নাগরিক সুযোগ-সুবিধা। বিশেষভাবে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষের যে উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক ছিল তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি বলে পানি নিয়ে নাগরিক জীবনে দুর্দশার অন্ত নেই। পীরেরবাগ এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ এবং এখানে ক্রমান্বয়ে বাড়িঘর বাড়ছে। পর্যাপ্ত সংখ্যক পানির সংযোগ এখানে এখনও পাওয়া যায়নি এবং যারা পরম সৌভাগ্যবশত সংযোগ পেয়েছে তারা প্রয়োজনীয় পানি থেকে বঞ্চিত থাকছে। এখানে পানি সরবরাহ নিয়মিত নয়। তাছাড়া পানি আসার কোন নির্দিষ্ট সময়ও নেই। এর জন্য খেসারত দিতে হচ্ছে এলাকাবাসীর।

কিন্তু আর কত দিন ? পানি সরবরাহের অব্যবস্থা দূর করার লক্ষ্যে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আনিকা শামা
পীরের বাগ, ঢাকা।

পত্র ১৪০ ॥ একটি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হিসেবে সর্বসাধারণের কাছে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করে পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী একটি নাতিদীর্ঘ পত্র রচনা কর।

সম্পাদক,
দৈনিক দিনকাল,
২২, তোপখানা রোড,
ঢাকা-১০০০।

জনাব,

আপনার পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে সংশ্লিষ্ট আবেদনটি প্রকাশের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

ইতি
ফয়সল হাবিব
সম্পাদক, সুরভি পাঠাগার, নারায়ণগঞ্জ

পাঠাগারের উন্নয়নে সাহায্য করুন

নারায়ণগঞ্জ শহরের দক্ষিণপ্রান্তে নব প্রতিষ্ঠিত সুরভি পাঠাগারটি অল্প দিনেই এলাকার পাঠকদের কাছে বিশেষ উপকারী বলে গৃহীত হয়েছে। এখানকার সুনির্বাচিত বইগুলো পাঠকের জ্ঞানের পরিতৃপ্তির অনাবিল উৎস। গ্রন্থাগারটিতে পাঠকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে এবং নতুন নতুন বইয়ের চাহিদাও বাড়ছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলানের অসুবিধা, আসবাবপত্রের অভাব এবং বইপত্রের সংখ্যা কম থাকায় জনগণের চাহিদা মিটানো সম্ভবপর হচ্ছে না।

এই প্রেক্ষিতে দানশীল দেশবাসীর কাছে এই গ্রন্থাগারটির জন্য অর্থ সাহায্যের বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। সকল রকম সাহায্য সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে।

নিবেদক
ফয়সল হাবিব
সম্পাদক, সুরভি পাঠাগার, নারায়ণগঞ্জ।

পত্র ১৪১ ॥ সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোন মিথ্যা খবরের প্রতিবাদ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সম্পাদককে পত্র দাও।

সম্পাদক,
দৈনিক সংগ্রাম
৪২৩, এলিফ্যান্ট রোড, মগবাজার
ঢাকা।

জনাব,

আপনার পত্রিকায় গত ১-১২-৯৬ তারিখে প্রকাশিত 'সোনালী শিক্ষাঙ্গন' সম্পর্কে সংবাদটির একটি প্রতিবাদ এতদ্‌সঙ্গে প্রেরিত হল। অবিলম্বে তা প্রকাশের অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক
মাসুদ জামাল
সেনপাড়া, ঢাকা।

মিথ্যা খবরের প্রতিবাদ

'দৈনিক সংগ্রাম' পত্রিকায় বিগত ১-১২-৯৬ তারিখে 'সোনালী শিক্ষাঙ্গন' সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

প্রকাশিত সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট এবং অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এখানে পাঠের মান উন্নত এবং পরীক্ষার ফলাফল আশাতীত সাফল্যের পরিচায়ক। গত তিন বছর ধরে শতকরা ১০০ ভাগ পরীক্ষার্থী কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হচ্ছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও শিক্ষার উপকরণ বিদ্যমান। প্রতিষ্ঠান প্রধান একজন প্রবীণ নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষাবিদ। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ না পেয়ে কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি এই মিথ্যা প্রচারণার আশ্রয় নিয়েছে। এ ধরনের মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মাসুদ জামাল
সভাপতি,
সোনালী শিক্ষাঙ্গন পরিচালক পরিষদ।

পত্র ১৪২ ॥ একটি নিখোঁজ সংবাদ রচনা করে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি চিঠি লেখ।

সম্পাদক,
দৈনিক সংবাদ
৩৬, পুরানা পল্টন
ঢাকা-১০০০।

জনাব,

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় নিম্নলিখিত নিখোঁজ সংবাদটি অতি সত্বর প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত
আতিক মাসুদ
প্যারাডাইস পাড়া, টাঙ্গাইল

নিখোঁজ সংবাদ

মামুন নামে নয় বছরের একটি ছেলে গত ১-১২-৯৬ তারিখে টাঙ্গাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে হারিয়ে গেছে। সে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। তার পরনে ছিল নীল হাফপ্যান্ট ও সাদা হাফশার্ট। তার গায়ের রং ফর্সা এবং চুল ছোট। তার গালে একটি কাটা দাগ আছে।

কোন সহৃদয় ব্যক্তি তার খোঁজ পেলে তার পিতার নিম্ন ঠিকানায় পৌছে দেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

আতিক মাসুদ
প্যারাডাইস পাড়া, টাঙ্গাইল।

পত্র ১৪৩ ॥ তোমাদের এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিরসনকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সংবাদপত্রে একটি চিঠি লেখ।

সম্পাদক,
দৈনিক বাংলা
১, রাজউক এভিনিউ
ঢাকা-১০০০।

জনাব,

আপনার পত্রিকায় চিঠিপত্র বিভাগে সংশ্লিষ্ট আবেদনটি সত্বর প্রকাশের অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত
আদিল হোসেন
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

বিদুৎ বিভ্রাটের অবসান চাই

ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী মহানগরীর সাহেব বাজার এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট একটা নিত্যনৈমিত্তিক রীতি হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যা হওয়ার পরে পরেই শুরু হয় বিদ্যুতের আসা-যাওয়ার মারাত্মক খেলা। বিদ্যুতের অভাবে জনজীবন

বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। গরমে প্রাণ হয় ওষ্ঠাগত। কল-কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হয়ে দেশের বৃহত্তর ক্ষতিসাধন করে। ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার বিঘ্ন ঘটে, ব্যবসা-বাণিজ্যের হয় অনেক ক্ষতি। বিদ্যুতের অভাবে নাগরিক জীবনে আসে স্থবিরতা।

দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুতের এই অনিয়মিত সরবরাহ এলাকাবাসীকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। অবিলম্বে এই সমস্যা সমাধানের জন্য রাজশাহী বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এলাকাবাসীর পক্ষে
আদিল হোসেন
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

পত্র ১৪৪ ॥ মশার উপদ্রব নিবারণের জন্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা কামনা করে সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে একটি পত্র রচনা কর।

মাননীয় সম্পাদক,
দৈনিক আজকের কাগজ
বাড়ি ৬১, সড়ক ২/এ
ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১২০৯।

জনাব,

আপনার পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে মুন্সীগঞ্জে মশার উপদ্রব সংক্রান্ত পত্রটি ছাপালে বাধিত হব।

বিনীত
ফাহিম মামুন
মুন্সীগঞ্জ।

মশার উপদ্রব নিবারণের আবেদন

ঐতিহ্যবাহী মুন্সীগঞ্জ শহরে মশার উপদ্রবে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে মশকরাজি গুঞ্জনমুখর হয়ে লোকালয়ে প্রবেশ করে। মশার মহোৎসবের জন্য খেসারত দিতে হয় নাগরিকদের। মশার জ্বালায় অতিষ্ঠ মানুষ কাজ থেকে বিরত থাকে। ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ায় বসতে পারে না। সে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি।

দুঃখের বিষয় মশা নিবারণের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষের কোন তৎপরতা নেই। কর্তৃপক্ষের এই উদাসীনতা নাগরিক জীবনের জন্য বেদনাদায়ক। তাই এ ব্যাপারে পৌর কর্তৃপক্ষকে মশার উপদ্রব নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

ফাহিম মামুন
মুন্সীগঞ্জ।

পত্র ১৪৫ ॥ বন্যাবিধ্বস্ত এলাকার দুর্দশার আশু প্রতিকারের জন্য কোন সংবাদপত্রের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখ।

মাননীয় সম্পাদক,
দৈনিক ভোরের কাগজ
৫০, ময়মনসিংহ রোড
ঢাকা-১০০০।

জনাব,

আপনার পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে নিম্নলিখিত পত্রটি অবিলম্বে ছাপানোর জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

নিবেদক
ফাহিম আনিস
স্টেশন রোড, জামালপুর।

বন্যার্তদের সাহায্য করুন

সম্প্রতি এক আকস্মিক বন্যায় জামালপুর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভয়াবহ বন্যায় ফসলের বিপুল ক্ষতি হয়েছে, বহু ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে। পাকা ধান ঘরে তোলা কৃষকের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। সেজন্য অচিরেই মহামারী আর দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে তা খুবই কম এবং চাহিদার তুলনায় নিতান্ত অপর্যাপ্ত।

বন্যার্তদের দুর্দশা লাঘবের জন্য একা সরকারী উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। এ ব্যাপারে উদারভাবে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন সাহায্যদাতা সংস্থা ও দানশীল ব্যক্তিদের এগিয়ে আশার অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত
ফাহিম আনিস
স্টেশন রোড, জামালপুর।